স্পট : দেশের বৃহত্তম মেস সরদার কলোনি

‘আমাদের কোন সুখও নেই দু:খও নেই, এক রকম চলে যাচ্ছে’

মতিঝিল আর কমলাপুরের মাঝামাঝি স্থানে বিশাল ৯টি বহুতল ভবন নিয়ে গড়ে উঠেছে সরদার কলোনি। কেবল বাংলাদেশ নয় অনেকের মতে, এটি এশিয়ার বৃহত্তম মেস। স্কুলছাত্র থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এই মেসের বোর্ডার। বৈচিত্র্যময় এই মেসের একটি দিনের জীবন প্রবাহ নিয়ে এবারের ২৪ ঘন্টা লেখা ও ছবি **বদরুল আলম নাবিল** ও **জব্বার হোসেন**

৭.২০ : কমলাপুর রেল স্টেশন। কিছুদূর এগিয়ে হাতের ডানে সরদার কলোনি। স্কুটার কলোনির গেটে আমাদের নামিয়ে দিল। বেশ সকাল হতেই এখানে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে।

৭.৪৫ :কলোনির গলি ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। অপ্রশস্ত রাস্তাটির বেশির ভাগ দখল করে আছে সবজি এবং মাছের বেশ কয়েকটি দোকান। সবজির মধ্যে পটল, লাউ শাক, পেঁপে, আলুর আধিক্য।

৮.১০ : কলোনির মেসের প্রধান গেট একটাই। এর পাশেই গড়ে উঠেছে বেশ কিছু খাবার হোটেল। সকালের নাশতার জন্য হোটেলগুলোর প্রত্যেকটিতেই বেশ ভিড়। কাউন্টারে বসা কাওসারের সাথে কথা বলে জানা গেল– আজকে শনিবার বলে তুলনামূলক ভিড় কম, অন্যদিনগুলোতে ভিড় আরো বেশি থাকে। হোটেলগুলোর সিংহভাগ কাস্টমার পার্শ্ববর্তী মেসের বোর্ডাররা।

৮.৩০ : কলোনির গেটে ঢুকতেই ফোন, ফ্যাক্স, লন্ড্রির দোকান। রাস্তার ওপরে জুতো পলিশ এবং খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে কয়েকজন। পত্রিকা একজন কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়েই তিনজন পড়ছেন। কেউ কেউ না কিনেই হকারের কাছ থেকে নিয়ে চোখ বোলাচ্ছেন। হকার সামসুল আলম জানালেন, শুক্র, শনি এবং বন্ধের দিনগুলোতে পত্রিকা বেশি বিক্রি হয়। অন্য দিনগুলোতে অনেকে নিজ নিজ অফিসেই পত্রিকা পড়েন।

৮.৪৫: এখানে বিল্ডিংগুলোকে অ্যালফা-বেটিক নামকরণ করা হয়েছে। বাইরে বিভিন্ন খাবার দোকান থাকলেও এতবড় কলোনির ভেতরে কেবল ‘সি’ বিল্ডিয়ের সাথে একটা মুদি দোকান। ‘লতিফের দোকান’ বলে পরিচিত এই দোকানে জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক বেশি। দোকানের মালিকের সাথে কথা হলে তিনি জানান–

এক টাকায় খেয়া পাড় হলেই মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

রুমে রুমে কম্পিউটার ব্যবহার হয় গান আর সিনেমা দেখার জন্য

: এখানে সবাই আবাসিক কাস্টমার। সকলে এসে বাকি চায়, ফিরিয়ে দিতে পারি না। মেসে বোর্ডারদের কাছে দেড় লাখ টাকা বাকি পড়েছে। এ কারণে বাইরের দোকানের চেয়ে কিছুটা দাম বেশি রাখতে হয়। মুদি দোকান হলেও চা বিক্রি হয় এখানে। দোকানে চা-খোরদের ভিড়ই বেশি। বেঞ্চিতে আলুর বস্তার ওপরে বসে অথবা দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন অনেকে। চা খেতে খেতে কথা হলো কয়েকজনের সঙ্গে। 'বি' বিল্ডিং-এর আখতার, 'ডি' বিল্ডিং-এর বাবুল বললেন, এই মেসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে নিরাপত্তা। ভাড়াও তুলনামূলক কম, সর্বোপরি ভালো পরিবেশ।

৯.০০ : এখানে সবচেয়ে বড় 'বি' বিল্ডিং। ৮ তলা এই বিল্ডিংয়ে কোনো লিফট নেই। এই বিল্ডিংয়েই ৭ তলায় প্রায় ৭/৮ বছর ধরে থাকেন সাইফুল ইসলাম সুমন। বাড়ি রাজবাড়ী। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করে গুড়ের ব্যবসা করেন। লিফট ছাড়া অসুবিধা হয় কি না জানতে চাইলে সুমন বিমর্ষভাবে বলেন, মেসের জীবন অসুবিধা হলেই বা কি করার আছে? কলেজ জীবন থেকেই তো এখানে আছি।

৯.১০ : এই বিল্ডিংয়েই ৪ তলার ৪০৬ নং রুমে থাকেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক শাহজাহান। তার রুমের দরজায় ওপরে লেখা মোহম্মদ শাহজাহান এডি বাংলাদেশ ব্যাংক। দরজায় নক করলাম। কাজের বুয়া ঘর ধোয়া-মোছা করছিলো। দরজা খুলে জানালেন, শাহজাহান সাহেব নেই। এর মধ্যে একটি খবরের কাগজ হাতে করে এলেন মোঃ শাহজাহান। তিনি জানালেন, ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখা করে বলে তাদের ঢাকা নিয়ে আসতে পারছেন না। তিনি আরো বলেন, ঢাকায় জীবনযাত্রার ব্যয় এত বেশি যে, কোনো সৎ চাকরিজীবীর পক্ষে পরিবার নিয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব।

৯.৩০ : বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের অফিস রুমগুলো খুলতে শুরু করেছে। ম্যানেজার সব সময় না থাকলেও কেয়ারটেকাররা নিয়মিত থাকেন। কেয়ারটেকাররা তাদের পরিবারসহ অফিস রুমেই থাকেন। রুম ভাড়ার বিষয়টি তারাই দেখেন। কথা হলো। কেয়ারটেকার খলিলুর রহমান বললেন--

: ভাড়ার আবার নিয়ম কি? পয়সা দেব থাকবো। ৫ তারিখের মধ্যে ভাড়া পরিশোধ ব্যস!

: আপনার বেতন কত?

: আমার বেতন অন্য বিল্ডিং-এর কেয়ারটেকার তন বেশি সতেরশো, আর হগলের ১২০০ টাকা।

: এতে সংসার চলে?

: আমার বউ এই মেসেই বুয়ার কাজ করে। সে দশজনের রান্না করে এক হাজার টাকা পায়।

চলছে রান্না শেষ করার প্রতিযোগিতা

৯.৫০ : 'এ' বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় সিঁড়ির পাশে রুমটিতে বড়সড় আড্ডা চলছে। বেশির ভাগই সরকারি চাকরিজীবী। আড্ডার আলোচ্য বিষয় বিচিত্র। কেমন আছেন জানতে চাইলে সোনালী ব্যাংকের অফিসার শফিকুল ইসলাম জানান–

: আছি ভালোই। তবে আমাদের চেয়ে বুয়ারা এখানে ভালো আছে।

: কি রকম?

: তাদের মর্জিমত তারা চলে। খাবারের টাইম ঠিক থাকে না। আবার মাঝে মাঝে মিছিলেও চলে যায়। সুগার ফুডে কর্মরত আব্দুস সামাদ মুচকি হেসে বললেন, মালিক পক্ষের লোকদের সাথে বুয়াদের শারীরিক ও মানসিক সম্পর্কের কারণেই এখানকার বুয়ারা কাউকে কেয়ার করে না।

: শুধুই কি মালিক পক্ষ?

: বোর্ডারদের আর উপায় কি? বউ থাকে না বুয়াদের দিয়ে কাজ চলে। বুয়াদেরও এক্সট্রা ইনকাম হয়।

১০.১০ : প্রতি বিল্ডিংয়ের প্রত্যেক তলাতে ১টি করে রান্নাঘর। কেবল 'সি' বিল্ডিংয়েই প্রতি রুমের সঙ্গে একটি করে রান্নাঘর। সব বিল্ডিংয়েই রান্নার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। শেরপুর থেকে আসা 'এ' বিল্ডিংয়ের বুয়া আনোয়ারার সঙ্গে কথা হলে সে জানায়, এখানে কাজ করেই তার সংসার চলে। স্বামী অন্য স্ত্রী নিয়ে গ্রামে থাকে। ১২ জনের রান্নার জন্য মাসে ১২০০ টাকা পায়। আপনাদের সম্পর্কে তো অনেক রকম অভিযোগও আছে।

: কি রকম?

: আপনারা অনেকেই বোর্ডার ও মালিকদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত।

: এইসব কাজ যে হয় না তা না। তবে সবাই কি আর এক রকম?

১০.৩০ : এখানকার 'সি' বিল্ডিংয়ের বোর্ডাররা অন্য বিল্ডিংয়ের চেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি রুমের সাথে আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। ফলে ২০০০ টাকা ভাড়া দিতে

তাদের আপত্তি হয় না। ৪০৮ নম্বর রুমে থাকেন তিনজন–আবু, বাবু, হারুন। জনপ্রতি ৭০০ টাকা। তিনজনই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র। সামনে পরীক্ষা থাকার কারণে কথা বলার আগ্রহ কম। ধুমসে নোট মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা চলছে।

১০.৪৫ : এক রুম নিয়ে একা থাকেন এমন অনেকে রয়েছেন। 'সি' বিল্ডিংয়ের ৪১২তে ষাটোর্ধ্ব একজন থাকেন। বার বার জিজ্ঞেস করেও নাম পরিচয় বের করতে পারলাম না। সকলের কাছে তিনি দাদু বলে পরিচিত। শুয়ে গান শুনছিলেন। আমাদের দেখেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, কেউ নিশ্চয়ই আমার পেছনে লাগিয়েছে যে আমি একা একা এখানে মৌজ করি। প্লিজ! যান এখান থেকে। আমাকে আমার মত থাকতে দিন। এই দাদুর রুমে দামী সোফা, খাট, জানালায় মূল্যবান পর্দা, কালার টেলিভিশন, ভিসিডিসহ আধুনিক জীবনযাপনের প্রায় সব রকম উপকরণই রয়েছে।

১২.০০ : ১৩৫ হোল্ডিংয়ের ৮টি বিল্ডিং ছাড়াও ১৪৭/১-এ ৫ তলাটিও সরদার কলোনি বলেই পরিচিত। ১৪৭/১ এ ছাত্রই বেশি। দুপুরে ২য় তলায় বেশ কয়েকজন মিলে জাম্বুরার ভর্তা করতে ব্যস্ত। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র আছেন এই আসরে। জাবি'র সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে পাস করা প্রাক্তন ছাত্র সিরাজগঞ্জের রউফ সরকার জানালেন, এখানে ভালোই আছি। টিউশনি করে দিন যাচ্ছে কোনো রকম। যত দিন চাকরি না পাই বাড়িতে আর মুখ দেখাবো না।

১.০০ : কলোনির গেটেই দেখা হলো 'সচেতন ছাত্র সমাজ' নামের একটি সংগঠনের রফিক, মুক্তা, নীপাসহ কয়েকজন জরিপ-কারীর সাথে।

: আপনারা কিসের ওপর জরিপ করছেন?

: আমরা এইচ আর ভবন থেকে মেজর শফিকের পক্ষ থেকে এলাকার নানান সমস্যার বিষয়ে জরিপ করছি।

১.১৫ : সরদার কলোনির মূল গেট থেকে ডানে গিয়ে সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গেলেই 'খেয়াঘাট'। মতিঝিল আর সরদার কলোনির মধ্যে যোগাযোগের সহজতম জলপথ, সময় মাত্র ২/৩ মিনিট। গুদারাঘাট নামে পরিচিত এই ঝিলটির পানি অসম্ভব নোংরা আলকাতরার মত কালো। খেয়া নৌকা দিয়ে দলে দলে লোক আসছে কলোনির দিকে। কথা হয় নৌকাবাহী ব্যাংকার খাইরুজ্জামানের সাথে–

আপনি কি প্রতিদিনই এই নৌপথে যাতায়াত করেন?

দুপুরে রান্না করা ঠান্ডা ভাত গিলতে কষ্ট হচ্ছে রাত ১১টায়

: হ্যাঁ প্রতিদিনই। মাত্র ১ টাকা ভাড়ায় মেসে এসে দুপুরের ভাত খেয়ে যাই। প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার লোক এই খেয়া পার হয়।

১.৪৫ : এই সময়টায় বেশির ভাগ লোকই খাওয়-দাওয়ায় ব্যস্ত। 'জি' বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় জগন্নাথের ফিজিক্সের ছাত্র রুবেল বন্ধু তুহিন আর সুমনকে দাওয়াত করেছে তার রুমে। ফ্লোরে পাটির ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে বন্ধুর জন্য। রুবেল জানান, টিউশনির প্রথম বেতন, তাই একটু বন্ধুদের নিয়ে খাচ্ছি। আমাদের তো আর ঢাকায় বাড়ি-ঘর নেই যে বন্ধুদের দাওয়াত করে খাওয়াবো।

২.০০ : 'জি' বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় থাকেন পূবালী ব্যাংকের অফিসার ইনতেখার রহমান, বয়স প্রায় ৬০।

: পরিবার ছাড়া খারাপ লাগে না?

: খারাপ তো লাগেই। চাকরি যখন করি থাকতে তো হবেই। উপায় তো নাই।

: অবসর সময় কাটে কিভাবে?

: আজকে শরীরটা খারাপ, নয়তো অবসরও পাই না। নামাজ পড়ি, কোরান পড়ি, সময় কেটে যায়।

৩.০০ : 'জি' বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছি। কোনো এক রুমের বুয়ার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে এসেছে তার বড় মেয়ে। বুয়া প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে দু'গাল কপাল ভরিয়ে দিলো চুমুতে চুমুতে।

৩.১৫ : 'ডি' বিল্ডিংয়ের নিচতলায় অফিস কাম কেয়ারটেকার রুমে আড্ডা দিচ্ছে কয়েকজন স্থানীয় লোক। তাদের সাথে কথা হলো কিছুক্ষণ। জুয়েল এবং আনিস বললেন, এই কলোনির মূল মালিক হাজী আফিল উদ্দিন সরদার মারা গেছেন। এখন তার ৭ ছেলে এই কলোনির মালিক। বুড়ো সর্দারের সময় এখানে বিল্ডিং ছিলো না। এখানে লালশাক ও মুলার চাষ হতো। তার মৃত্যুর পর ছেলেরা ভাগ ভাগ করে নিয়ে বিল্ডিং তৈরি করে ভাড়া দিচ্ছে।

: ফ্যামেলি কোয়ার্টার বা বাণিজ্যিক ভবন না করে মেস করল কেন?

: প্রথমে ফ্যামেলি ভাড়ার জন্যই করা হয়েছিল। কিন্তু এত রুম ফ্যামিলি ভাড়া পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া ফ্যামিলি নোংরা করে বেশি। ঝগড়াও বাধায়, ভাড়া ঠিক মতো দেয় না। আর মেসে যারা থাকে এরা সবাই শিক্ষিত, ভাড়া নিয়মিত পাওয়া যায়। ভাড়াও পাওয়া যায় তুলনামূলক বেশি।

৩.৩০ : হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু। প্রায় মিনিট ২০/২৫ ধরে টানা চলল। 'ডি' বিল্ডিংয়ের বোর্ডার রতন কুমার জানালেন, টানা বৃষ্টি হলে এখানে রাস্তায় হাঁটু পানি জমে যায়।

৪.০০ : আমরা আবার ফিরে আসি

নরসুন্দরের কাজ রুমেই হয়

সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ থেকেই তৈরি করা হয়েছে নির্বাচনী পোস্টার

এখানের সবচেয়ে বড় 'বি' বিল্ডিংয়ে। ৮ তলায় উঠতে পা ব্যথা হয়ে গেল। ৮ তলায় পরিচয় হলো আইডিয়াল কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সুমন্ত দাস সুমনের সঙ্গে। সে ক্লাস নাইন থেকেই মামার সঙ্গে এই মেসে থাকে। বয়সে ছোট বলে অন্যান্য বোর্ডাররা তাকে 'ভাইগ্না' বলে ডাকে। সুমন বিষয়টি এনজয় করে।

৪.১৫ একই বিল্ডিংয়ের ৪ তলায় ৪০৩ নম্বর রুম। চলছে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ। এ রুমে থাকেন পাঁচজন। এখানে টমাস ও টনের্ডো দুই ভাই। তারা ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন অন্যদের। টমাস আগে নটরডেমের ছাত্র ছিলেন। এখন হিসাববিজ্ঞান জগন্নাথ থেকে মাস্টার্স করছেন। টমাস বললেন, চিল্লায় গিয়েই আমি আসল পথে ফিরে এসেছি। এতদিন ভুল পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। টমাসের গ্রামের বাড়ি থেকে তালের পিঠা পাঠিয়েছেন তার মা। এক রকম জোর করে আমাদের পিঠা খাওয়ালেন।

৪.৪৫ : চলে আসি 'এফ' বিল্ডিংয়ে। বিকেলে ২১৩ নম্বর রুমে অফিস ফেরত কয়েকজন মিলে ঝাল মুড়ি বানাতে ব্যস্ত। কেমন আছেন আপনারা? জানতে চাইলে একজন বলেন, 'আমাদের কোন সুখও নেই, দু:খও নেই, এক রকম চলে যাচ্ছে।' এদের মধ্যে দু'জন ডাক্তারও রয়েছেন। পরিসংখ্যান বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব ইফতেখারও আছেন তাদের সাথে। মেসে আছেন কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার স্ত্রী, ১ ছেলে ১ মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। আমি দিন পার করে দিচ্ছি। চাকরিও তো আর কয়েক দিন।

দেয়ালে বোর্ডারদের জন্য নির্দেশিকা

৫.১৫ : কলোনির গেটের বাইরের খাবার দোকানগুলোতে সকালের মত ভিড় লেগেছে। বিকেলের নাশতার জন্য এখানে ভিড় করে বোর্ডাররা। চা, পিঁয়াজু, ডালপুরি– এই হল খাবার মেনু।

৫.৩০ : কেয়ারটেকারের ছেলে সজল তার ছোট ভাই সাইফুল এবং বোন সাজেদাকে নিয়ে ক্রিকেট খেলছে, ব্যাট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এক টুকরো কাঠ। প্লাস্টিকের বলটি কিনেছে ২ টাকায়।

৭.০০ : বিকেলে ঘেরাঘুরির পর সন্ধ্যায় যে যার মত ফিরে আসতে থাকেন নিজ নিজ রুমে। তবে সন্ধ্যার পর রুমে রুমে বসে তাস আর আড্ডা। 'ডি' বিল্ডিংয়ে ৩য় তলায় তাসের আড্ডা জমে উঠেছে। এই রকম আড্ডায় তারা প্রায় প্রতিদিনই বসেন বলে জানান। বেশির ভাগই সরকারি অফিসের কর্মচারী বলে পরিচয় জানাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলেন।

৭.৩০ : চলে এলাম 'জি' বিল্ডিংয়ে। ৫ তলায়। প্রায় ৮/১০ জন মিলে কম্পিউটারে হিন্দি ছবি 'লজ্জা' দেখছেন। কথা হয় কয়েকজনের সাথে। বাংলা ছবির কথা বলতেই এল এন কর্পোরেশনের সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার শাহীন বলেন, বাংলা ছবি দেখতে হলে যাওয়া আর পাড়ায় যাওয়া এখন এক কথা। এখন আর কোনো ভদ্র লোক ঢাকার ছবি দেখে বলে আমার জানা নেই।

৮.০০ : বারান্দায় সবজি কুটছেন জগন্নাথের ইংরেজি মাস্টার্সের ছাত্র হান্নান।

: কি ব্যাপার এখানে তো বুয়াই সবার রান্না করে, আপনি...

: বড় বিপদে আছি। গতকাল আমাদের বুয়া অন্য বুয়ার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে একজন অন্যজনকে বটি দিয়ে কোপ দিয়েছে। এখন আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অবস্থাও কেরাসিন।

৯.০০ : 'ই' বিল্ডিংয়ে কয়েকজন মিলে একটা উপ-পর্নো পত্রিকা পড়ছেন । নাম গেরিলা। অশালীন প্রচ্ছদ দূর থেকেই চোখে পড়ছে। একজন জোরে জোরে পড়ে শোনাচ্ছেন অন্যরাও শুনছেন এবং হাসছেন।

৯.৩০ :এই বিল্ডিংয়ের ৩য় তলা। বিটিভির প্রোগ্রাম দেখছেন কয়েকজন। এর মধ্যে প্যাকেজ নাটক নিয়ে মোটামুটি একটি লেকচার দিয়ে দিলেন, মোসাদ্দেক রানা। এক সময় থিয়েটার করতেন মফস্বল শহর বগুড়ায়। তিনি বলেন, আসলে থিয়েটার ব্যাক গ্রাউন্ড ছাড়া নাটকে সরাসরি আসে বলেই এখন আর বিটিভিতে আগের মত নাটক হয় না।

১০.০০ : প্রায় রুমেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়া হচ্ছে। কেউ কেউ খাবারের পর নিচে যাচ্ছেন একটু হাঁটতে। কেউ বা মশারি টাঙাচ্ছেন।

১১.০০ : ইটিভির খবর বেশ চড়া ভলিউমে শুনছেন কয়েকটি রুমের বোর্ডাররা। ইটিভির খবর শোনার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী মনে হচ্ছে বোর্ডারদের। কেউ কেউ দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন।

১১.৩০ : এক এক করে রুমের আলো নিভছে অনেক রুমের বোর্ডার ইতিমধ্যে গভীর ঘুমে। পর দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে তাড়াতাড়ি শুতে চান বোর্ডাররা।

১১.৪৫ : কলোনির মূল গেটকে টেনে ছোট করে দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গেট বন্ধ করে দেয়া হবে। সারদিনের ব্যস্ত কলোনি এখন অনেকটাই নীরব, শান্ত। বেশকিছু রুমে এখনো আলো জ্বলছে, হয়তো কোনো পরীক্ষার্থী রাত জেগে পড়াশোনা করছেন।